উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৮
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঘাসফুলের কৃষিখাত কর্মসূচী

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এই দেশের মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস। কৃষিখাতকে সচল রাখার দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাঁরা হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সৃষ্টির কারিগর দেশের প্রান্তিক কৃষক সমাজ। প্রান্তিক কৃষকদের অধিকাংশের নিজস্ব কৃষি জমি নেই। অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে এরা কৃষির ফলন অব্যাহত রাখে। কৃষিকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সব প্রান্তিক-বর্গাচাষীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের অভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে কৃষিকাজের প্রতি অনীহা তৈরী হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে দেশের সামগ্রীক অর্থনীতির উপর। বিগত বছর গুলোতে দফায় দফায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়। ফলে খাদ্যের বাজার মূল্য অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে একই সময়ে খাদ্যের আর্ন্তজাতিক বাজারও চড়া হতে থাকে। পরিস্থিতির সামাল দিতে গিয়ে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সরকার, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সংস্থা সহ সকলকে ভাবিয়ে তোলে এবং সকলেই একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে-উপনীত হয় যে, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাহিদামাফিক টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা *(৭ম পৃষ্ঠায়)*

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ঘোষণার পর থেকে বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। "কন্যা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াঁই, নারী পুরুষ একসাথে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবারো পালিত আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০০৯। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে ২ দিন ব্যাপী কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ডি.নেট ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ মার্চ ২০০৯ তারিখে কর্মএলাকার নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ঘাসফুল কর্মএলাকা হাটহাজারী উপজেলার গুমানমর্দন ইউনিয়নের মনছুরাবাদ কলোনী, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় ৮ মার্চ ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও নারী অধিকার বিষয়ক কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণের *(৪র্থ পৃষ্ঠায়)*

নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হেলথ ক্যাম্পে নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে

শিশু আনন্দ মেলা ২০০৯ উদযাপন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার জনাব এম. এ. এন ছিদ্দিকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্য মোঃ শাহিন

শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে শিশু আনন্দ মেলা ০৯ গত ২২ - ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী পরিচালিত আনন্দ মেলায় শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা, শিশু অধিকার বিষয়ক মুক্ত আলোচনা, পুস্তক প্রদর্শনী, চলচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোহম্মদ নুরুল ইসলাম। চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ আনিসুর রহমান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জিএম আব্দুস সালাম। আলোচনা সভা শেষে বেলুন উড়িয়ে তিন দিন ব্যাপী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মেলার ১ম দিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিশুদের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থী ও এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্যরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ২য় স্থান লাভ করে। এর পাশাপাশি ঘাসফুলের স্টল প্রদর্শন মেলায় আগত শিশু শিক্ষার্থীদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। সমাজের তৃণমুল পর্যায়ের শিশুদের ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত জমজমাট এই মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব এম.এ.এন ছিদ্দিক।

বিষয়	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)

ঘাসফুল এনএফপিই সংবাদ

এনএফপিই সম্পৃক্তকারী শিক্ষার্থীদের হাতে সঞ্চয়ের টাকা তুলে দিচ্ছেন ঘাসফুলের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শিপ্রা বড়ুয়া

পটিয়া কালারপোল শাখার মৃত সদস্য আছিয়া খাতুন-এর নমিনি বরাবর বীমা দাবি পরিশোধ ও সঞ্চয়ের অর্থ ফেরত দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা বৃন্দ

ঘাসফুল বার্তা

সম্পাদকীয়

বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯

সিডও সনদ ও নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন আর কতদূর ?

১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে সাম্যবাদী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালনের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯১১ সালে প্রথম বারের মত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সার্বজনীন বাস্তবতার তাগিদে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ঘোষণার ধারাবাহিকতা ধরে ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। সময়ের বিচারে গত ৩৪ বছর ধরে বাংলাদেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে জাতিসংঘ ঘোষিত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের নারীরাই একই ধরনের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর বঞ্চনার শিকার হয় বলে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিপাদ্য অনেকটাই স্বার্থক হয়ে উঠে। এই বৎসরের জাতিসংঘ ঘোষীত ইংরেজি প্রতিপাদ্যকে (Women and men united to end violence against women and girl) সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করলে দাড়ায় " নারী ও পুরুষ একযোগে মহিলা ও মেয়েদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধ করবে"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে আরেকটু সাজিয়ে প্রতিপাদ্য ঠিক করে "কন্যা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়াই নারী-পুরুষ এক সাথে"। সন্দেহ নেই বিশ্ব বাস্তবতা তথা দেশীয় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এই প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। বাংলাদেশ পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে ২০০৮ সালে ১৫ হাজার ২৪৬ টি নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলার রেকর্ড আছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৪৬২ টি ছিল ধর্ষণ, ১২৪ টি এসিড নিক্ষেপ, ১০ হাজার ৬ শত ৯৮ টি আক্রান্ত মামলা, এর মধ্যে ৪০৬ টি গুরুতর আহত। এই পরিসংখ্যান থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় বিভিন্ন ধরনের আইন প্রবর্তন ও আইনের ধারা সংশোধনের পরও নারী নির্যাতন হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। তাই নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন বন্ধে নারী পুরুষ সকলের অঙ্গীকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যা এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয়। এবারের নারী দিবসের প্রাক্কালে আমাদের দেশের নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, নারীনেত্রী ও উন্নয়ন কর্মীসহ সকলের মুখে ঘুরে ফিরে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর সিডও সনদে স্বাক্ষরিত ধারা প্রত্যাহার, ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারীনিতীর বাস্তবায়ন, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের খসড়ার প্রণয়নের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী দিবসকে ঘিরে বিভিন্ন সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক সমূহে সকলে একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত নীতি সমূহের বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগী নতুন নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এক ধরনের শম্বুক গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারী আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও সংস্থা সমূহের একক প্রয়াসে নারী উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন আরো বহুদূর। এর দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জোরালো জনমত গঠন ও সামাজিক আন্দোলন তৈরী করা। এই জনমত গঠনের তৈরীর প্রেক্ষাপট সৃষ্টির জন্য নারী দিবস একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য নারী দিবসেই আমাদের শপথ নিতে হবে। দেশীয় ভাবে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নীতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট করা হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক প্রতিপাদ্যের সাথে মিলে যাবে। সঠিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা গেলেই কন্যা শিশুর জন্য বিনিয়োগ যেমন বাড়বে, তেমনি নারীর প্রতি সহিংসতাও কমে আসবে। তাই নারী দিবসের প্রাক্কালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করা গেলে নারী দিবস পালন আরো বেশী ফলপ্রসু ও কার্যকর ঠেকবে। কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মত বিশ্বের বহুদেশে নিজ দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য ঠিক করছে। সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার, শিক্ষাব্যবস্থা সহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার বস্তবায়ন করতে হলে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের জাতিসংঘ সনদ, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোডের মত বিষয়গুলির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নারী নেত্রীরা নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নীতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট করার যে দাবী তুলেছেন আমরাও তাঁদের এই দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করছি।

প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে কক্সবাজার ও সুন্দরবনকে ভোট করুন

www.new7wonders.com/nature

২০০৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাভিত্তিক নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে পৃথিবীর মানুষের তৈরী নতুন সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের জন্য ইন্টারনেটে ভোট আহ্বান করা হয়। ইন্টারনেটে ভোট ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পন্ডিত ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে ২০০৭ সালের ৭ জুলাই পর্তুগালের লিসবনে সফল ভাবে ঘোষণা করা হয় মানুষের তৈরী নতুন সপ্তাশ্চর্যের নাম। তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে ভারতের তাজমহল, ২য় ইটালীর কোলোজিয়াম, ৩য় জর্দানের পেট্রা, ৪র্থ পেরুর মাসুপিসু, ৫ম চীনের মহাপ্রাচীর, ৬ষ্ঠ ব্রাজিলের ক্রীসরিডিমির এবং ৭ম মেক্সিকোর চিচিন ইতজা। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিউ সেভেন ওয়ান্ডার্স ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নেয় প্রকৃতির তৈরী সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের। প্রাথমিক মনোনয়ন হিসাবে পৃথিবীর সবদেশের মানুষের কাছ থেকে নাম আহ্বান করা হয়। শুরু হয় ভোট দেওয়ার পালা। ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ম পর্বের ভোট গ্রহন চলে। প্রাথমিক ভোটের ভিত্তিতে ২০০৯ সালের জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহে প্রতিটি দেশ থেকে ১টি করে জাতীয় মনোনয়ন নির্বাচন করা হয়। সেই মনোনয়নের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার জি গ্রুপের তালিকায় ঠাঁই পাই কক্সবাজার। যে সব প্রাকৃতিক স্থাপনার অবস্থান একাধিক দেশ জুড়ে সেই তালিকার ই গ্রুপে ঠাঁই পায় সুন্দরবন। বিগত ৭ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে ২য় পর্বের ভোট গ্রহণ। এই ভোটাভুটি চলবে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত। এর পর প্রতিযোগিতার বিচারক পর্ষদ ৭টি গ্রুপের ২১ টি স্থানকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত করবেন। সেই তালিকা ঘোষণা করা হবে আগামী ২১ জুলাই। এই ২১ টি স্থান নিয়ে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের ভোটাভুটি চলবে ২০১১ সাল পর্যন্ত। ২০১১ সালের

মাঝামাঝি সময়ে ঘোষণা করা হবে বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের নাম। ২০১১ সালে পূর্ণ হবে আমাদের মহান স্বাধীনতার ৪০ বৎসর। স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পূর্তিতে আরো একটি বিজয়ের মঞ্চ তৈরীর জন্য আমাদের পুরো জাতিকে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশ্বকে জানান দিতে হবে ক্ষুদ্র, দারিদ্র ও দূর্নীতি আমাদের প্রিয় ভূখন্ডের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। এই ভূখন্ডকে সাজিয়ে রেখেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্বাসমূল উদ্ভিদের বনাঞ্চল সুন্দরবন। সুন্দরবন ও কক্সবাজারের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে আমাদের ভোট দিতে হবে ৭ জুলাই পর্যন্ত। স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে কক্সবাজারকে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সারাদেশ বাসীকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতা দিবস ২০০৯ কে ঘিরে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। চট্টগ্রাম চারুশিল্পী সম্মিলন ২০০৯ গত ২৫-২৭ মার্চ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২৬ মার্চ সকাল বেলায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্টে র‍্যালী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল সহ আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় চারুশিল্পী সম্মিলনের উদ্যোগে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্ট হতে কলাতলী পয়েন্ট পর্যন্ত ৪০০ এর অধিক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে কক্সবাজারকে ভোট দিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকাকে সারাবিশ্বের দরবারে আরো উচুঁতে তুলে ধরার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

গ্লোবাল একস্‌চেঞ্জ কার্যক্রমে ঘাসফুল

ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরীকৃত উপকরণ প্রদর্শন করছেন ভলান্টিয়ার বৃন্দ

কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মত সামর্থবান, কর্মঠ এবং উদ্যোগী নাগরিক তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্লোবাল একস্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম সারাবিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বৃটিশ কাউন্সিল ও ভলান্টিয়ার সার্ভিসেস ওভারসীস বাংলাদেশের সহায়তায় গ্লোবাল একস্‌চেঞ্জ প্রোগ্রাম ২য় বারের মত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক ও ৯ জন ব্রিটিশ নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত ১৮ জনের একটি ভলান্টিয়ার দল গত ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উন্নয়ন সংস্থা নারী উদ্যোগ এবং ইপসার পরিচালনায় চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অধীনে সমাজের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এরই অংশ হিসাবে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ক্যাথলিন ম্যারে এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তাহরীমা খান তন্নী ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগের আওতাভূক্ত ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিল। কার্যকালীন সময়ে তারা ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সহায়ক উপকরণ তৈরী করে। এছাড়াও তারা ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। ঘাসফুলের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে ভলান্টিয়ার হিসাবে অংশগ্রহণ তাদের শিক্ষা জীবন ও সামাজিক জীবনে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীদের চক্ষু সেবা প্রদান

লায়ন্স কাব অব ইন্টারন্যাশনালস্ চিটাগাং জেলা ৩১৫-বি৪ এর স্কুল স্কিনিং প্রোগ্রাম এর আওতায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১৬০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়। গত ৪ মার্চ ২০০৯ তারিখে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল মিলনায়তনে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিটের উদ্যোগে পরিচালিত উক্ত কর্মসূচীর অধীনে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিশুদের চক্ষু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচী চলাকালে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স কাব অব পারিজাত এলিটের যুগ্ম সম্পাদক লায়ন শিপ্রা বড়ুয়া, কোষাধক্ষ্য লায়ন হুমায়রা কবীর চৌধুরী, যুগ্ম কোষাধক্ষ্য লায়ন মারুফুল করিম চৌধুরী, সদস্য লায়ন আবেদা বেগম সহ ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

কৈশোর সমাবেশ

একশন এইড বাংলাদেশ আয়োজিত কৈশোর সমাবেশ- ০৯ গত ১৪-১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্য আমির হোসেন, দোলা আক্তার, পারভীন আক্তার, মোঃ শাহীন এর সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ঘাসফুলের শিক্ষা কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

২০০৫ সাল থেকে পল্লী কর্ম ফাউন্ডেশন ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৫-২৯ জানুয়ারী ঢাকাস্থ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল পটিয়া সদর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন এবং মধ্যম হালিশহর শাখার ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান।

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭-১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী হিসাবে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাইমুল আলম।

বার্ড ফ্লু বিষয়ক কার্যক্রম

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিষয়ক প্রশিক্ষকদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন। গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ রাজধানী ঢাকার মোহম্মদপুরে অবস্থিত উন্নয়ন সংস্থা সেপ বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

নারী দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক, বিশিষ্ট লেখক ও কবি আলেয়া চৌধুরী। সভার শুরুতেই প্রধান অতিথি সকলের উদ্দেশ্যে স্বরচিত "ইসলামে নারীর অধিকার, সাম্যের ন্যায়ের সমঅধিকার" কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রধান অতিথি নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মকান্ড সত্যিই প্রশংসনীয়। উক্ত আলোচনা সভায় ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মশালা

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সমূহ দূর করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগ এর উদ্যোগে ত্রৈমাসিক কর্মশালা গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী পরিচালিত উক্ত কর্মশালায় মূলত খেলাপী হওয়ার কারণ সমূহ নির্ণয়ের পাশাপাশি খেলাপী উদ্ধার ও কমানোর কৌশল সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল মাদারবাড়ী-২ ও ৫ শাখা, কাট্টলী শাখা এবং মধ্যম হালিশহর শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রমের সদস্য বৃদ্ধির কৌশল, হিসাব রক্ষণ ও রেকর্ড কিপিং, ঋণী সদস্য বাছাই ও খেলাপী উদ্ধার কৌশল প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গত ৭ মার্চ ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল কালারপোল শাখায় ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাদারবাড়ী-৩, কালারপোল, পটিয়া সদর ও আনোয়ারা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ সেলিম।

কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাদারবাড়ী-০১, দেওয়ান বাজার ও বহদ্দার হাট শাখার ত্রৈমাসিক কর্মশালা গত ১৪ মার্চ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ তাজুল ইসলাম ও গোলাফ ফেরদৌস।

ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করলেন অপকা প্রতিনিধি দল

সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অপকা এর ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পরিচালনা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। কর্মএলাকায় দারিদ্র বিমোচন ও নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘাসফুল পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পরিচালনা পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপকা প্রতিনিধি দল ৪ ও ৫ মার্চ ২০০৯ তারিখে ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ শাখা এবং পটিয়া কালারপোল শাখার সমিতি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ঘাসফুল উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অপকার প্রকল্প ব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধি দল হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সহ অন্যান্য দাপ্তরিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে ঘাসফুলের মাঠ কর্মকর্তা, শাখা ব্যবস্থাপকও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০০৯ উদ্‌যাপন

চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে ডিসপ্লেরত ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, বাঙ্গালী জাতির জন্য একটি বিভিষীকাময় রাত। মুক্তিকামী জনতার স্বাধীনতার দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ২৫ মার্চের রাতে রাজধানী ঢাকার ঘুমন্ত লোকালয়ের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে সভ্যতা ও মানবতাকে যে হারে ভুলুণ্ঠিত করেছে তা এক কথায় অবর্ণনীয়। কিন্তু চিরকালের সংগ্রামী বাঙ্গালী জাতি পাকিস্তানী হামলার কাছে মাথা নত না করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২৬ মার্চ থেকে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে সর্বাত্মক যুদ্ধের ডাক দেয়। স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পরও স্বাধীনতার এই মাহেন্দ্রক্ষণকে জাতি স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বেদনার সঙ্গে। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ২০০৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামেও ব্যাপক কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম এম. এ. আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ, মার্চ পাস্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীরা উক্ত মার্চ পাস্ট ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মার্চ-পাস্ট ও ডিসপ্লেতে ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

ঘাসফুলের ছেনোয়ারা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) নিজের সাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ছেনোয়ারা প্রতিবেদককে বলেন "আমি আজ বিল্ডিং ঘরে বসে আপনার সাথে কথা বলছি, কিন্তু আজ থেকে ১০ বৎসর আগে ঘাসফুলের অন্য কর্মকর্তাদের মাটির তৈরী একটি অন্ধকার কুটিরে বসে আমার সাথে কথা বলতে হতো। ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় সব ফার্ণিচার আমার টাকায় কেনা, বাবার অবর্তমানে ভাইদেরকে ব্যবসার পুজি সরবরাহ করে বাবার দায়িত্ব পালন করেছি।" আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছেনোয়ারা শুধু নিজের ও পরিবারের উন্নতি করেই থেমে থাকেনি পাশাপাশি এলাকার অন্য অনেক দরিদ্র, অসহায় ও বিধবা মহিলাকে ঘাসফুলের ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের পথ দেখিয়ে স্বচ্ছল জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। এলাকার অনেক মহিলা ও কিশোরীকে নিজের হাতে সেলাই শিখিয়ে, সেলাই মেশিন কিনে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি। পাশাপাশি সেলাই কাজের অর্ডার পর্যন্ত সংগ্রহ করে দিয়েছে। ছেনোয়ারার এই সব কর্মকান্ড আবার পুরোটাই ঘাসফুল সমিতিকে কেন্দ্র করে। কর্মব্যস্ত ছেনোয়ারার কাছ থেকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ ও সাহায্য নেওয়ার জন্য এলাকার মহিলারা ঘাসফুল সমিতি মিটিং এর স্থান ও সময়টুকু বেছে নেয়। গত ১০ বৎসরে ১নং সুপারী পাড়ার ঘাসফুল সমিতিকে কেন্দ্র করে ছেনোয়ারা তিল তিল করে নিজের এই ইমেজ গড়ে তুলেছে। এলাকার কিশোরীদের অতিপ্রিয় মুখ ছেনোয়ারা এবং ঘাসফুল যেন দুটি সমার্থক শব্দ। ছেনোয়ারা নিজের মুখে বলেন "আমি ঘাসফুলের সৃষ্টি, আমি ঘাসফুলের ছেনোয়ারা"। *লেখক : উন্নয়ন কর্মী ঘাসফুল*

স্বাবলম্বী এক নারীর নাম পারভীন

ঠোঙ্গা তৈরীর কাজে ব্যস্ত পারভীন (মাঝে) ও তার দুই কর্মচারী

চট্টগ্রাম শহরের উত্তর পতেঙ্গা এলাকার মাজার গেইট সংলগ্ন হোসাইন আহম্মেদের পাড়ায় বসবাসরত পারভীন নামে এক নারী। স্বামী আব্দুস সালাম এবং ৯ বৎসরের পুত্র সন্তান (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী) পাভেলকে নিয়ে পারভীনের সংসার। আব্দুস সালাম পেশায় একজন ট্রাক চালক। ট্রাক চালক স্বামীর আয়ের উপর ভর করে তাদের ছোট সংসারের তিন বেলায় দুমুঠো অন্নের সংস্থান মোটামুটি হয়ে যেত। তবে অর্থের টানাপেড়ন লেগেই থাকত। অভাবের সংসারে স্বাভাবিক ভাবেই অশান্তির আনাগোনা বেশী থাকে। প্রতিবন্ধী সন্তানের দিকে যে একটু বাড়তি নজর দিবে এবং তার ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করবে সে সুযোগ পারভীনের ছিলনা। তাই পারভীনের মন সব সময় অস্থির হয়ে থাকত। নিজের পায়ে দাড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার এবং সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য একটি মজবুত আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার স্বপ্ন পারভীনের বহু দিনের। কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মত সুযোগ সে খুজে পাচ্ছিলনা। সে সব সময় দেখত তার পাড়া প্রতিবেশী অনেক মহিলা বিভিন্ন রকম আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের ও পরিবারের ভাগ্যউন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে। পারভীন নিজের এই সংকল্পের কথা স্বামীর কাছে খুলে বলল। কিন্তু উৎসাহ ও সহযোগিতার পরিবর্তে স্বামীর কাছ থেকে পারভীনের কপালে জুটল ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। তাতে পারভীন খানিকটা আশাহত হলেও একেবারে দমে যায়নি। সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে পারভীন একদিন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে, এই প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে ২০০৫ সালের এক সোনালী সকালে পারভীন হাজির হয় পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের পতেঙ্গা শাখা কার্যালয়ে। ঘাসফুল কার্যালয়ে তার মত আরো অনেক মহিলার আনাগোনা এবং ঘাসফুল কর্মকর্তাদের পরামর্শে মুগ্ধ হয়ে পারভীন ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। এবং ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে সে ঘাসফুল থেকে প্রথম দফায় ৫ হাজার টাকা ঋণ নেয়। ঋণের টাকার সাথে নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে পারভীন ২টি পুরাতন রিকশা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত রিকশা ২টি পারভীন দৈনিক ৩০ টাকা করে ৬০ টাকায় ভাড়ায় খাটায়। তাতে সপ্তাহে পারভীনের আয় হতো ৪২০ টাকা। আয়ের টাকায় সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেও বেশ কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত। পারভীনের মনোবল ও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু নিজের কোন সৃষ্টিশীলতা না থাকায় এবং ভাড়া আদায়ের জটিলতার কারণে এই ব্যবসার প্রতি সে ধীরে ধীরে আগ্রহ হারাতে থাকে। একই সময়ে পারভীন খেয়াল করলো তার প্রতিবেশী এক মহিলা রাস্তা থেকে ছিড়া ও টুকরো কাগজ কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে ঠোঙ্গা তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে ভালই আয় করছে। পারভীন মনে মনে চিন্তা করল ঠোঙ্গা তৈরীর ব্যবসায় বিনিয়োগ করা গেলে তাতে ঝুঁকিবিহীন লাভের সম্ভবনা অনেক বেশী। পারভীন ঠোঙ্গা তৈরীর কৌশল সমূহ ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে রিকশা দুটি বিক্রি করে দেয়। এবং ঘাসফুল থেকে ২য় দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে। শুরু হয় পারভীনের নতুন এক জীবন। এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাগজের স্তুপ ক্রয় করে উক্ত কাগজ দিয়ে গাম ও ময়দার পেস্ট দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তা ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করা। বিপণণের বেলায় এগুলোর হিসাব হয় লট ধরে। ঠোঙ্গার সাইজ অনুসারে লটের বাজার মূল্য পড়ে সাধারণত ১৮ শত থেকে ২ হাজার টাকা। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে এতে তার ১৫ শত টাকাই লাভ থাকে। সপ্তাহে সে নূন্যতম এক লট কোন কোন সপ্তাহে ৩ লট পর্যন্ত ঠোঙ্গা তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে। তাতে প্রতিমাসে পারভীনের যা আয় হয় তাতে তার নিজেরও সন্তানের ভরণ পোষণ খরচ মিটে আরো অনেক উদ্বৃত্ত থেকে যায়। যা সে নিজের ওরসজাত সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছে। এলাকার দুস্থ অনেক মহিলা বর্তমানে পারভীনের অধীনে কাজ করে নিজেদের অন্নসংস্থান করছে। যে পারভীন আজ থেকে ৩ বৎসর আগেও সন্তানের আব্দার মিটাতে না পেরে নীরবে চোখের জল ফেলত, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট করুণার পাত্র ছিল, মাত্র ৩ বৎসরের ব্যাবধানে ঘাসফুল থেকে গৃহীত মোট ৮০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শে এবং নিজের দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির জোরে সে নিজেকে পরিবার ও সমাজের কাছে একজন সমীহ জাগানো ব্যক্তিতে পরিণত করেছেন। পারভীন অবশ্য এখানেই থেমে থাকতে চাননা। তাঁর স্বপ্নের পরিধি আরো অনেক বড়। সে স্বপ্ন দেখে এই শহরে সে একটি বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে যাতে কর্মের সংস্থান হবে দরিদ্র ও হতভাগ্য নারীদের। আমরাও কামনা করি পারভীনের স্বপ্নের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটুক। *লেখক : উন্নয়ন কর্মী ঘাসফুল*

ঘাসফুলের ছেনোয়ারা

১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মাত্র হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রসারতাও তখন আজকের মত বিস্তৃত ছিলনা। ঘাসফুলের মাঠকর্মীরা চট্টগ্রামের নিম্ন আয়ের ও বস্তিবাসীদের কাছে গিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক আলোচনা ও মহিলাদের নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মহিলা এবং কিশোরীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। তথাপিও সামাজিক বিভিন্ন বাধা নিষেধের কারণে মহিলারা এই ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দেখাতনা। যার কারণে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাসফুলের মাঠকর্মীদের বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হতো। সেই পরিস্থিতিতেও অল্প কিছু সমাজ সচেতন মহিলা ও কিশোরী ছিল যারা এই ধরণের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডকে উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়ে যেত। চট্টগ্রামের দেওয়ান হাট সংলগ্ন সুপারিপাড়া ১নং গলির স্থায়ী বাসিন্দা ছেনোয়ারা বেগম শিমু, তেমনই এক আলোকিত ও সমাজ সচেতন নারী। ঘাসফুল মাদারবাড়ী ৩ নং শাখার ১৬৫ন নং সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছেনোয়ারা ১৯৯৯ সালে ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে ছোনোয়ারা কখনও সভাপতি, কখন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছে। সুপারীপাড়া ১নং গলির স্থায়ী বাসিন্দা মৃত ইব্রাহিম সওদাগরের ৭ সন্তানের মধ্যে ছেনোয়ারা ৩য় সন্তান। পিতার অকাল মৃত্যুতে সামান্য ভাড়া ঘরের আয় দিয়েই চলতো ছেনোয়ারাদের সংসার। সংসারের স্বচ্ছলতা আনয়নের দায়িত্ব ছেনোয়ারা নিজ কাঁধে তুলে নেয়। ১৯৯৯ সালে কিশোরী ছেনোয়ারা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয় এবং ঘাসফুল থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে। এলাকার কিশোরী ও মহিলারা কাপড় কিনে এনে ছেনোয়ারাকে দিয়ে নিজেদের পছন্দ অনুসারে সেলোয়ার কামিজ সেলাই করে নিত। ধীরে ধীরে ছেনোয়ারার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছেনোয়ারা ঘরে বসেই ব্লক, বাটিক, রেশমী সুতার কাজ, মোমের কাজ, চুমকি পাথরের কাজ, শো-পিস সহ আরো হরেক রকমের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেয়। গত ১১ বৎসরে ছেনোয়ারা ঘাসফুল থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের টাকার সাথে নিজের পরিশ্রম, সততা ও অধ্যাবস্যায়ের সংমিশ্রনে অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙ্গে পড়া পরিবারকে একটি স্বচ্ছল অবস্থানে দাড় করিয়েছে। *(৫ম পৃষ্ঠায়)*

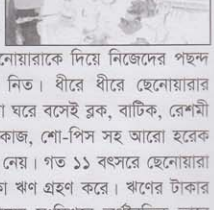

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ

ঘাসফুলের কৃষিখাত কর্মসূচী

১৭তম জাতীয় টিকা দিবস পালিত

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯

ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে তথ্যমেলা ০৯ সম্পন্ন

মেলায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করছেন মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব প্রদীপ কুমার বড়ুয়া

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আইনি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পল্লীতথ্যমেলা ০৯ পালিত হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ডি-নেটের সহযোগীতায় পরিচালিত তথ্যমেলায় কর্মএলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আইনি ও সরকারী সেবা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত মেলায় মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মির্জাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হামিদা আক্তার চৌধুরী ও সিনিয়র শিক্ষক জনাব এনামুল হক। স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন হাটহাজারী উপজেলার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জনাব কাজী শফিকুল আলম। ঘাসফুল মেডিকেল অফিসার ডা: নাসরিন খান মেলায় আগত শিক্ষার্থী সহ নারী, শিশু ও পুরুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর প্রতিনিধি এডভোকেট এ.এফ.এম সালাহউদ্দিন মেলায় আগতদের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত আইনি বিষয়ক বিভিন্ন কৌশল অবহিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানবাধিকার লংগনের মতো যে কোন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রে অবহিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন "ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন সহ যে কোন ধরনের মানবাধিকার লংগনের ঘটনা ঘটলে ব্লাষ্ট এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আইনী ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হবে"। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ইভ টিজিং, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দিনব্যাপী পরিচালিত উক্ত মেলায় আগত শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয়তা এবং ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট পরিচালনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান প্রদান করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ প্রমুখ।

গাজায় শিশু হত্যা বন্ধের দাবীতে ঘাসফুলের মানব বন্ধন

হামাস গেরিলাদের শায়েস্তা করার নামে ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ইসরায়েলী দখলদার বাহিনী গাজায় যে আগ্রাসন শুরু করেছে, তাতে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত ফিলিস্তিনি ভূখন্ড এক মৃত পূরীতে পরিণত হয়েছে। গাজায় গত ৩ মাসের ইসরায়েলী আগ্রাসনে সহস্রাধিক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা গাজায় বসবাসকারী ৪০ হাজারেরও বেশী গর্ভবতী মায়ের উদরের অনাগত দিনের সন্তানরাও এই হামলার ফলে সুস্থভাবে জন্ম নেওয়ার সম্ভবনা কম। হাত-পা-মস্তক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকা শিশুদের মরদেহে ভারী হয়ে উঠেছে গাজার পরিবেশ। অবস্থা এতটাই সকটাপন্ন যে লাশ কবর দেওয়ার মত মাটি খুজে পাওয়াও সেখানে দুস্কর হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলের এই অন্যায্য ও অন্যায় শিশু হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত দেশ ব্যাপী মানব বন্ধনের অংশ হিসাবে গত ১৫ জানুয়ারী চট্টগ্রাম প্রেস কাব সম্মুখে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের উদ্যোগে পরিচালিত এই মানব বন্ধনে উন্নয়ন সংস্থা ইলমা, ইপসা, আইএসডিই, মমতা, বর্ণালী, সিআরসিডি, নেটওয়ার্কিং সংস্থা সিএসডিএফ সহ সবস্তরের নাগরিক তথা পেশাজীবী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীরা প্লেকার্ড প্রদর্শন করে ইসরায়েলের এই নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। মানব বন্ধন শেষে প্রেস ক্লাব চত্বরে সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের প্রতি সংহতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বি.এস.এ.এফ নির্বাহী কমিটির সদস্য আফতাবুর রহমান জাফরী, উন্নয়ন সংস্থা ইলমার নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু, সিএসডিএফের চেয়ারম্যান এস এম নাজের হোসাইন, মহিলা পরিষদের সভানেত্রী মিসেস নুরজাহান খান, সিআরসিডির নির্বাহী পরিচালক কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী, মমতার কার্যক্রম পরিচালক স্বপ্না তালুকদার প্রমুখ।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org